2

08 APR 1997

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..08 APR 1997
পৃঃ 2 কলাম ৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি জমিয়াতুল মোদারেছীনের খোলা চিঠি

গত ৬ ও ৭ এপ্রিল '৯৭ দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের উদ্যোগে আলহাজ মাওলানা এম, এ, মান্নান-এর সভাপতিত্বে ঢাকায় দেশের দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের সুপার ও প্রিন্সিপালগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট নিম্নলিখিত খোলা চিঠি প্রদান করা হয়।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী

আসসালামু আলাইকুম

আরজ এই যে, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন সুদীর্ঘ ৬০ বছরের ঐতিহ্যধন্য দেশের সরকার অনুমোদিত সর্বস্তরের মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকগণের একমাত্র ও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি জমিয়াতুল মোদারেছীনের খোলা চিঠি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংগঠন। দেশে বর্তমানে ১০৮টি কামিল, ৯৯২টি ফাজিল, ১৩৯৫টি আলিম, ৫৬৮৭টি দাখিল এবং ১৭.৬০০টি সরকার অনুমোদিত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। এই সকল মদ্রাসার দু'লক্ষাধিক শিক্ষক বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সদস্য।

ইসলামী তথা মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা মদীনা শরীফে মসজিদে নববীতে। উপমহাদেশেও রয়েছে এই শিক্ষার এক গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বৃটিশ যুগ থেকে সরকার অনুমোদিত মাদ্রসা শিক্ষার এই ধারাটি নিজ বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বৃটিশ যুগ, পাকিস্তান শাসনামল এবং বাংলাদেশের এই ২৫ বছর পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সর্বদা অক্ষুণ্ন রয়েছে। সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রখ্যাত আলেম-উলামা, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদগণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যা আর পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই। বিশেষ করে ১৯৭৬ সালের পরে মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ খুলে এবং এর পাঠ্যক্রমে বাংলা, ইংরেজী, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি আধুনিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে এমন এক রূপ দেয়া হয়েছে– যা ধর্মীয় ও জাগতিক দু'দিকেরই চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মাদ্রাসার ইবতেদায়ী (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) দাখিল (১০ শ্রেণী পর্যন্ত) এবং আলিম স্তর (দ্বাদশ শ্রেণী)-এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীকে সারকার সাধারণ শিক্ষাধারার যথাক্রমে ৫ম শ্রেণীর, এসএসসি ও এইচএসসি'র সমমানের বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। যার ফলে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীতে পাস করে মাধ্যমিক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে, দাখিল ১০ম শ্রেণীতে পাস করে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের এইচএসসিতে এবং আলিম অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ মাদ্রাসার ছাত্রগণ এইচএসসি পাস ছাত্রগণের ন্যায় সাধারণ শিক্ষার যে কোন উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে এবং ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করছে ও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন স্থানে অন্যান্যের ন্যায় কর্মরত আছে। মাদ্রাসার বিজ্ঞান গ্রুপের আলিম (১২ শ্রেণী পাস) ছাত্রগণ, মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করছে এবং ইতোমধ্যে তাদের অনেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত আছে। অনেকে বিসিএস করে সরকারী চাকরি করছে। সুতরাং যারা প্রচার করছেন যে, মাদ্রাসায় আধুনিক বিষয়াবলী পড়ানো হয় না, মাদ্রাসা শিক্ষা বেকার তৈরী করে, তারা হয় অজ্ঞতাবশত অথবা বিদ্বেষপ্রসূত কারণেই অসত্য প্রচার করে থাকেন। মাদ্রাসার এই শিক্ষাধারা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত। এই শিক্ষা দ্বারা দেশপ্রেমিক, সৎ ও আদর্শ নাগরিক তৈরী হয়, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাধিক সহায়ক।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী

আমরা শুনতে পাচ্ছি, বর্তমানে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। মাদ্রাসা শিক্ষার মোটামুটি যে চিত্র তুলে ধরা হল, তার প্রেক্ষিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা বলা যায় যে, ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টমন্ডিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ শিক্ষা। সুতরাং এই শিক্ষা ধারায় কোনরূপ পরিবর্তন আনা বা এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করার কোনই অবকাশ নেই।

হাজার বছরের ঐতিহ্যধন্য মাদ্রাসা শিক্ষাধারা বর্তমানে ঠিক যে রূপ আছে, সেরূপে বহাল রাখা, এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে কোন রূপ ক্ষুণ্ন না করা এবং এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে যেন কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা সর্বস্তরের মাদ্রাসা শিক্ষকগণ আমাদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীনের মাধ্যমে আপনার নিকট জোর আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীনের পক্ষে আলহাজ মাওলানা এম. এ. মান্নান, সভাপতি
আলহাজ মাওলানা এম, এ, সালাম, সহসভাপতি,
মাওলানা এম, এ, লতীফ, মহাসচিব
মাওলানা রুহুল আ[illegible] খান, যুগ্ম মহাসচিব